2nd Sem.(Gen) GE - 2 ভাষার ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্ব

বিষয়

বাংলা শব্দভাণ্ডার।

Scanned with CamScanner

বাংলা শব্দভাণ্ডার

(Bengali Vocabulary)

ভাষার সম্মান নির্ভর করে তার প্রকাশক্ষমতার উপরে। যে ভাষা যত বিচিত্র ভাব ও বস্তু এবং যত গভীর অনুভূতি প্রকাশ করতে সক্ষম সে ভাষা তত উন্নত। ভাষার এই প্রকাশক্ষমতার মূল আধার হল ভাষার শব্দসম্পদ। ভাষার এই শব্দসম্পদ আবার তিনভাবে সমৃদ্ধ হয়—উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রাচীন শব্দের সাহায্যে, অন্য ভাষা থেকে গৃহীত কৃতঋণ শব্দের সাহায্যে এবং নতুন সৃষ্ট শব্দের সাহায্যে। আজকের উন্নত বাংলা ভাষাও এই ত্রিবিধ উপায়ে নিজের শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারকে উৎসগত বিচারে আমরা প্রথমত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি— (১) মৌলিক বা নিজস্ব

Scanned with CamScanner

(২) আগন্তুক বা কৃতঋণ (৩) নবগঠিত।

যেসব শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (বৈদিক ও সংস্কৃত) থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে বাংলায় এসেছে সেইগুলিকে **মৌলিক শব্দ** বলে। বৈয়াকরণরা আবার আর এক শ্রেণীর শব্দকে ব্যাকরণে মৌলিক নামে অভিহিত করে থাকেন—যেসব শব্দকে ক্ষুদ্রতর অর্থপূর্ণ অংশে ভাগ করা যায় না, ভাগ করলে অংশগুলির কোনো অর্থ হয় না। সেইসব শব্দকে তাঁরা মৌলিক শব্দ বলেছেন। নামকরণের এই গোলযোগ এড়াবার জন্যে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে আগত শব্দগুলিকে উত্তরাধিকাব-লব্ধ নিজস্ব বলতে পারি। এই উত্তরাধিকার-লব্ধ মৌলিক বা নিজস্ব শব্দগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়— (ক) তৎসম, (খ) অর্ধতৎসম ও (গ) তদ্ভব।

যেসব শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (বৈদিক / সংস্কৃত) থেকে অপরিবর্তিতভাবে বাংলায় এসেছে সেগুলিকে **তৎসম** (Tatsama) শব্দ বলে। 'তৎ' বলতে এখানে মূল উৎস-স্বরূপ বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষাকে বোঝাচ্ছে। 'তৎসম' মানে ঠিক তার মতো, অর্থাৎ অপরিবর্তিত শব্দ। বাংলায় বহু প্রচলিত তৎসম শব্দের সংখ্যা কম নয়। যেমন—জল, বায়ু, কৃষ্ণ, সূর্য, মিত্র, জীবন, মৃত্যু, বৃক্ষ, লতা, নারী, পুরুষ ইত্যাদি।

তৎসম শব্দগুলিকে আবার দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—**সিদ্ধ তৎসম** ও **অসিদ্ধ তৎসম**। যেসব শব্দ বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় এবং যেগুলি ব্যাকরণ-সিদ্ধ সেগুলি হল সিদ্ধ তৎসম। যেমন—সূর্য, মিত্র, কৃষ্ণ, নর, লতা ইত্যাদি। আর যেসব শব্দ বৈদিক বা সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় না ও সংস্কৃত ব্যাকরণসিদ্ধ নয় অথচ প্রাচীনকালে মৌখিক সংস্কৃতে প্রচলিত ছিল, সেগুলিকে ড. সুকুমার সেন অসিদ্ধ তৎসম শব্দ বলেছেন। যেমন— কৃষাণ, ঘর, চাল, ডাল (বৃক্ষশাখা) ইত্যাদি।

যেসব শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্য (বৈদিক সংস্কৃত) থেকে মধ্যবর্তী স্তর প্রাকৃতের মাধ্যমে না এসে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে এবং আসার পরে কিঞ্চিত পরিবর্তন ও বিকৃতি লাভ করেছে, সেগুলিকে **অর্ধতৎসম** (Semi-tatsama) বা **ভগ্নতৎসম** শব্দ বলে। যেমন— কৃষ্ণ > **কেষ্ট**, নিমন্ত্রণ > **নেমন্তন্ন**, ক্ষুধা > **খিদে**, রাত্রি > **রাত্তির** ইত্যাদি।

যেসব শব্দ সংস্কৃত থেকে সোজাসুজি বাংলায় আসেনি, মধ্যবর্তী পর্বে প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তন লাভ করে বাংলায় এসেছে তাদের **তদ্ভব শব্দ** বলে। খাঁটি বাংলার মূল শব্দসম্পদ হল এইসব তদ্ভব শব্দ। উদাহরণ—সংস্কৃত ইন্দ্রাগার > প্রাকৃত ইন্দাআর > বাংলা ইন্দারা, সংস্কৃত একাদশ > প্রাকৃত এগ্‌গারহ > বাংলা এগার, সংস্কৃত উপাধ্যায় > প্রাকৃত উবজ্ঝাঅ > বাংলা ওঝা, সংস্কৃত কৃষ্ণ

Scanned with CamScanner

> প্রাকৃত কণ্হ > বাংলা কানু, সংস্কৃত ধর্ম > প্রাকৃত ধম্ম > বাংলা ধাম ইত্যাদি।

কখনো কখনো দেখা যায় একই মূল শব্দ থেকে জাত অর্ধতৎসম ও তদ্ভব দুই রূপই বাংলায় একই অর্থে প্রচলিত আছে। যেমন-- কৃষ্ণ > অর্ধতৎসম কেষ্ট, তদ্ভব কানু ; রাত্রি > অর্ধতৎসম রাত্তির, তদ্ভব রাত ইত্যাদি।

তদ্ভব শব্দকে দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়--নিজস্ব ও কৃতঋণ তদ্ভব। যেসব তদ্ভব শব্দ যথার্থই বৈদিক বা সংস্কৃতের নিজস্ব শব্দের পরিবর্তনের ফলে এসেছে সেগুলিকে নিজস্ব তদ্ভব বলতে পারি। যেমন-- ইন্দ্রাগার > ইন্দাআর > ইন্দারা, উপাধ্যায় > উবজ্ঝাঅ > ওঝা ইত্যাদি। আর যেসব শব্দ প্রথমে বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষায় ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের অন্য ভাষা থেকে বা ইন্দো-ইউরোপীয় ছাড়া অন্য বংশের ভাষা থেকে কৃতঋণ শব্দ (Loan word) হিসাবে এসেছিল এবং পরে প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তন লাভ করে বাংলায় এসেছে সেসব শব্দকে **কৃতঋণ তদ্ভব বা বিদেশি তদ্ভব শব্দ** বলে। যেমন-- ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের অন্য ভাষা থেকে : গ্রীক দ্রাখ্মে (drakhme = 'মুদ্রা') > সংস্কৃত দ্রম্য > প্রাকৃত দম্ম > বাংলা দাম।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ ভিন্ন অন্য বংশ থেকে : দ্রাবিড় বংশের তামিল পিল্লৈ > সংস্কৃত পিল্লিক > প্রাকৃত * পিল্লিজ > বাংলা পিলে (ছেলে-পিলে), তামিল কাল > সংস্কৃত খল্ল > প্রাকৃত খল্ল > বাংলা খাল। অস্ট্রিক বংশ থেকে আগত সংস্কৃত ঢক্ক > প্রাকৃত ঢক্ক > বাংলা ঢাকা। মোঙ্গল বংশ থেকে আগত সংস্কৃত তুর্ক > প্রাকৃত তরুক্ক > বাংলা তুরুক।

যেসব শব্দ সংস্কৃতের নিজস্ব উৎস থেকে বা অন্য ভাষা থেকে সংস্কৃত হয়ে আসেনি, অন্য ভাষা থেকে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে সেই শব্দগুলিকে **আগন্তুক** বা **কৃতঋণ শব্দ** (Loan words) বলতে পারি। এগুলি অন্য ভাষা থেকে সংস্কৃত প্রাকৃত হয়ে বাংলায় আসেনি বলে এইগুলি হল কৃতঋণ শব্দ ; কৃতঋণ তদ্ভব শব্দ থেকে এগুলি পৃথক। এই আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ দুই শ্রেণীর--দেশি ও বিদেশি।

যেসব শব্দ এদেশেরই অন্য ভাষা থেকে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে সেগুলিকে দেশি (Deshi) শব্দ বলে। দেশি শব্দ আবার দু'রকম হতে পারে-- অন্-আর্য এবং আর্য। যেমন-- অন্-আর্য :-- অস্ট্রিক বংশের ভাষা থেকে ডাব, ঢোল, ঢিল, ঢেঁকি, ঝাঁটা, ঝোল, ঝিঙ্গা, কুলা ইত্যাদি। আর্য :-- হিন্দি থেকে লগাতার, বাতাবরণ, সেলাম, দোস্ত্, ওস্তাদ, মস্তান, ঘেরাও, জাঠা (এগুলির মধ্যে যেগুলি মূলত আরবি-ফারসি শব্দ, সেগুলি আরবি-ফারসি থেকে এদেশেরই ভাষা হিন্দির মাধ্যমে বাংলায় এসেছে বলে সেগুলিকেও দেশি শব্দ রূপে গ্রহণ করতে হবে)। গুজরাতি থেকে--হরতাল।

Scanned with CamScanner

যেসব শব্দ এদেশের বাইরের কোনো ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে সেগুলিকে বিদেশি শব্দ বলে। যেমন-- ইংরেজি থেকে স্কুল, কলেজ, চেয়ার, টেবিল, ফাইল, টিকিট, কোট, লাট (<Lord), সিনেমা, থিয়েটার, হোটেল, কমিটি ইত্যাদি।

যেসব ভাষা থেকে বাংলায় বিদেশি শব্দ গৃহীত হয়েছে তাদের মধ্যে ইংরেজির শব্দসংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। ইংরেজি আমাদের প্রতিদিনের জীবনে কীরকম মিশে গেছে তার একটা চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন কবি-সমালোচক ড. জগন্নাথ চক্রবর্তী :

"যদি কেউ বলেন আমরা সকাল থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত অনুক্ষণ ইংরেজির দ্বারা শাসিত, তবে তিনি খুব ভুল বলবেন না। আমরা টুথব্রাশ, টুথপেইস্ট দিয়ে দাঁত মাজি, ব্লেড দিয়ে শেইভ করি, হকার পেপার দিয়ে গেলে বক্সনম্বর দেওয়া বিজ্ঞাপনে চোখ বুলাই। ম্যানেজার, রিসেপ্শনিস্ট, ক্যানভাসার, মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ, সেইলসম্যান, হোটেল, সিনেমা, থিয়েটার, পোর্ট কমিশন, জুনিয়র বা সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট বা একজিকিউটিভ নানা পদ, নানা প্রতিষ্ঠান, এবং বি-এসসি, বি-ই, বি-কম নানারকমের যোগ্যতার ফিরিস্তি। টেলিফোন রিং করলে তুলে দেখি রং নাম্বার ; নিজের প্রয়োজনে ডায়ালটোনই পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলেও কনেকশনের জন্য অনেকটা দৈববাণীর মতো ওয়ান-নাইন-নাইন নামক অপারেটরের শরণাপন্ন হই। রিপ্লাই পোস্টকার্ডে

Scanned with CamScanner

জার্মান থেকে জার, নাৎসি ইত্যাদি। পর্তুগিজ থেকে আনারস, আলপিন, আলকাতরা, আলমারি, পেয়ারা, সাগু ইত্যাদি। ফরাসি (French) থেকে কার্তুজ, কুপন, রেস্তরাঁ, বুর্জোয়া, প্রোলেতারিয়েৎ ইত্যাদি। স্পেনীয় থেকে কম্‌রেড (< Comarada)। ইতালীয় থেকে কোম্পানি, গেজেট ইত্যাদি। ওলন্দাজ থেকে ইস্‌কাবন, হরতন, রুইতন ইত্যাদি। রুশীয় থেকে সোভিয়েত, বলশেভিক ইত্যাদি। চীনা থেকে চা, চিনি ইত্যাদি। বর্মী থেকে ঘুগনি, লুঙ্গি ইত্যাদি। ফারসি থেকে সরকার, দরবার, বিমা, আমীর, উজীর, ওমরাহ, বাদশা, খেতাব ইত্যাদি। আরবি থেকে আক্কেল, কেতাব, ফসল, মুহুরি, হ্‌জম, তামাসা, জিলা ইত্যাদি।

এসব শব্দ ছাড়া বাংলায় কিছু নবগঠিত শব্দ আছে। এগুলির মধ্যে কিছু হল অবিমিশ্র শব্দ। যেমন—অনিকেত, অতিরেক ইত্যাদি। আবার কিছু শব্দ ভিন্ন ভিন্ন ভাষার উপাদানের সংযোগে গঠিত। এগুলিকে মিশ্র শব্দ বা সঙ্কর শব্দ (Hybrid Word) বলে। যেমন—হেড (ইংরেজি) + পণ্ডিত (বাংলা) = হেড-পণ্ডিত, হেড (ইংরেজি) + মৌলবী (আরবি) = হেড-মৌলবী, ফি (ফরাসি) + বছর (বাংলা) = ফি-বছর ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

অনূদিত ঋণ (Loan translation) : ঋণ-দানকারী ভাষা থেকে অনেক সময় শুধু একক শব্দ গ্রহণ না করে শব্দগুচ্ছ বা বাক্যাংশ বা বাক্যও গ্রহণ করা হয় এবং সেটিও মূল রূপে গ্রহণ করা হয় না, ঋণ-গ্রহণকারী ভাষার নিজস্ব উপাদানের সাহায্যেই ঋণদানকারী ভাষার গঠনের ছাঁদে বা প্রকাশরীতি অনুসারে তাকে অনুবাদ করে নেওয়া হয়। এই রকমের ভাষাঋণকে অনূদিত ঋণ (Loan translation) বলে। এখানে মূল উপাদানটা অন্য ভাষার নয়, শুধু তার গঠনরীতি বা প্রকাশরীতিটা অন্য ভাষার। যেমন—ইংরেজি থেকে বাংলায় : lighthouse > বাতিঘর, university > বিশ্ববিদ্যালয়, cottage industry > কুটিরশিল্প, wrist-watch > হাতঘড়ি, neck-tie > গলাবন্ধ, May I come in? > আমি কি আসতে পারি? ~~He will place his opinion now >~~

Scanned with CamScanner